



43640 - হজ্ব ও উমরার যবে সময়গুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করছেন

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হজ্ব ও উমরা আদায় করছেন তখন কোন কোন সময়ে তিনি দোয়া করছেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জনে রাখুন- আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দিন- হজ্ব ও উমরা পালনকারী আল্লাহর মহেমান ও আল্লাহর কাছে আগত প্রতিনিধি। আল্লাহ তাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছেন কিছু দায়ের জন্য, পুরস্কৃত করার জন্য। সহিহ হাদিসে এসেছে- “আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী, হজ্ব ও উমরা পালনকারী আল্লাহর প্রতিনিধি। তিনি তাদেরকে ডেকেছেন তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে। তারা তাঁর নিকট প্রার্থনা করেন তিনি তাদেরকে দান করেন।”[সুনাতে ইবনে মাজাহ, দেখুন: সলিসলি সহিহ (১৯২০)]

আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় দান হচ্ছে- তারা ফরিবে যাবে সদিনেরে মত যদিন তাদরে মা তাদরেকে প্রসব করছেলি অথচ তারা এসছেলি গুনাত মুহ্যমান হয়ে, দোষত্রুটিতে ভারাক্রান্ত হয়ে। আল-করমি, আর-রহমি (সুমহান, অসীম দয়ালু) এর দরজায় অবস্থান নয়ের পর তারা সে স্থান ত্যাগ করবে গুনাহ থেকে হালকা হয়ে, আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টিতে অভষিক্ত হয়ে। সহিহ হাদিসে এসেছে-“যে ব্যক্তি হজ্ব আদায় করল কিন্তু পাপ কথা বা কাজ করল না সে তার গুনাহ থেকে এভাবে ফরিবে আসবে যদিন তার মা তাকে প্রসব করছে।”

পবত্রিময় সেই সত্তা, সুমহান তার যাত যিনি বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে একজন মুসলমানেরে গুটিকিয়কে পদক্ষেপেরে বনিমিয়ে পাপে ভরা আমলনামাগুলো ভাঁজ করে রাখনে। কতইনা মহৎ এই সফর! এই সফর হতে যে ব্যক্তি বিঞ্ছতি হয়তার আর কি পাওয়ার থাকে! আর যে ব্যক্তির এই সফরেরে নসীব হয় সে এমন কহি-বা হারায়! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “মাবরুর হজ্বেরে প্রতদিন হচ্ছে জান্নাত।” হজ্বেরে মধ্যে যে সময়গুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করছেন সেগুলো হচ্ছে-

১. সাফা পাহাড়ে দোয়া করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কভিবে হজ্ব আদায় করছেনসে বরণনা দিয়ে জাবরি (রাঃ) যে লম্বা একটা হাদিস বরণনা করছেন তাতে আছে- তিনি সাফা পাহাড় দিয়ে শুরু করছেন। সাফা পাহাড়েরে একবোরেরে শীর্ষে উঠছেন যাত কাবাকে দেখতে পান। এরপর কবিলামুখিহন এবং আল্লাহর একত্ববাদ ও মহত্বেরে ঘোষণা দিয়ে বলেন:



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ। লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুললি শাইয়নি কাদরি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদা, আনজাযা ওয়াদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদা।

অর্থ- “নহে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত। তাঁর শরীক নহে। রাজত্ব তাঁর জন্য। প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি সর্ববশিষ্টে কৃষমতাবান। নহে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত। তিনি প্রতিশ্রুতি পূরণ করছেন। তাঁর বান্দাককে সাহায্য করছেন এবং তিনি একাই সকল দলকে পরাজিত করছেন। এরপর তিনি দোয়া করেন। এভাবে তিনিবার বলছেন।”[সহিহ মুসলিম (১২১৮)]

২. মারওয়া পাহাড়ের উপর দোয়া করা। দলিল হচ্ছে- পূর্ববক্ত হাদিস। তাতে রয়েছে- এরপর তিনি মারওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যখন তিনি বাতনে ওয়াদা পৌঁছেন তখন তীব্রভাবে দাঁড় দেন। এভাবে মারওয়াতে পৌঁছান এবং সাফার উপরে যা যা করছেন মারওয়ার উপরেও তা তা করেন।[সহিহ মুসলিম (১২১৮)] ৩. আল-মাশআর আল-হারামের সন্নিকটে দোয়া করা। পূর্ববোললেখিত হাদিসে রয়েছে- “এরপর তিনি কাসওয়াতে (তাঁর উট) আরোহণ করে ‘আল-মাশআর আল-হারাম’ এ আসেন। তারপর কবিলামুখী হয়ে দোয়া করেন। তাকবীর উচ্চারণ করেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েন ও আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করেন। আকাশ ভালভাবে ফরসা হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।[সহিহ মুসলিম (১২১৮)] ৪. আরাফার দনি দোয়া করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছে- আরাফার দনির দোয়া।[তিরমিজি (৩৫৮৫) শাইখ আলবানী “সহিহুল জামে” গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলছেন] ৫. ছোট পলিার ও মধ্যবর্তী পলিার কংকর নিক্ষেপে করার পর দোয়া করা। ইমাম বুখারী তাঁর সহিহ গ্রন্থে সালমে বনি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর নকিটবর্তী পলিার সাতটি কংকর নিক্ষেপে করতেন। প্রত্যেকটি নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। এরপর একটু সামনে এগিয়ে এসে নীচু জায়গায় কবিলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দোয়া করতেন। এরপর পূর্বের মত মধ্যবর্তী পলিারও কংকর নিক্ষেপে করতেন। তারপর উত্তর পার্শ্বের নীচু জায়গায় এসে কবিলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত উচু করে দোয়া করতেন। এরপর উপত্যকার একবোরো নীচে অবস্থিতি ‘আকাবা পলিারে’ কংকর নিক্ষেপে করতেন। নিক্ষেপের পর আর দাঁড়াতেন না। তিনি বলতেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবেই আমল করতে দেখেছি।[সহিহ বুখারী (১৭৫২)] আল্লাহই ভাল জানেন।